বুলান : বাঙ্গালীর একটি আদিম সামাজিক উৎসব

দিলীপ বাগচী

চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিবপূজাকে কেন্দ্র করে 'গাজন' হয়ে থাকে । গাজনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বত্রই কিছু কিছু মিল থাকলেও, গাজনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক উৎসব সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র । এই গাজন কেন্দ্রিক উৎসবের অন্যতম 'বুলান' ।

আঞ্চলিক উচ্চারণের জন্য বুলান কোথাওবা বোলান নামে উচ্চারিত । কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ বুলান । প্রাচীন বাংলায় 'বুল' ক্রিয়াপদের অর্থ ঘুরে বেড়ানো (অর্থাৎ গতি) । এই অর্থে বুলান গানের তাৎপর্য সহজেই ধরা যায় । বুলানের দল প্রথমতঃ এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত গান গায় ; দ্বিতীয়তঃ গান গাইবার সময় তারা সর্বদাই থাকে গতিশীল (গোটা আসরে নেচে নেচে ঘুরে ফিরে গান গায়) । গানের দল ও গান পরিবেশনের এই চলিষ্ণু প্রকৃতিই বুলান শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য বহন করে ।

গঙ্গার পশ্চিম তীরের উত্তর পূর্ব রাঢ়ের বুলান আজো তার প্রোটোঅস্ট্রালয়িড সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ । বুলান ও গাজনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেই আদ্যিকালের যাদুভিত্তিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের কথাই মনে করিয়ে দেয় । আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের অনুকরণের মধ্যেই এর জন্ম । সেই আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব হচ্ছে মৃতের পুনরুজ্জীবন । আদিম যুগে সর্বত্রই মানব গোষ্ঠীগুলি মৃতের পুনরুজ্জীবনের আশায় বিশ্বাসী ছিল । যে কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মৃতকে ম্যমি করে রাখার প্রথা ছিল । ভারতেও যে সে প্রথা একদা প্রচলিত ছিল তার আভাস মিলবে বুলানের অনুষ্ঠানে (দানিকেনপন্থীরা এতে উৎসাহ পেতে পারেন) ।

বুলানের আদি ও অকৃত্রিম ধারা আজো কিছু রূপান্তর সহ বহমান রয়েছে 'পোড়ো বুলান' বা শ্মশান খেলায় । পোড়ো বা শ্মশান শব্দের সংযুক্তি এই বুলানের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছে নিঃসন্দেহে । এই দলের অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাগদী, বাউরী মুচি, কৈবর্ত, মাহিষ্য (নিম্ন বর্ণের), কোন কোন ক্ষেত্রে সদগোপ এবং কদাচিৎ ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণের হিন্দু । শ্মশান খেলার দলের অংশগ্রহণকারীদের গায়ে ওস্তাদ (মন্ত্র) পড়ে দেবে । এ মন্ত্র

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সংস্কৃত ভাষায় নয়, দেশজ বাংলা ভাষায় রচিত । মৃতের সৎস্রবে থাকতে হবে, তাই কোন অশুভ আত্মা বা প্রতিদ্বন্দ্বী ওস্তাদ যেন তাদের কোন অনিষ্ট করতে না পারে । অনিষ্ট যে হয় এমন অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে শোনা যায় । তারা সেগুলো আজো বিশ্বাস করে ।

পোড়ো বা শ্মশানের দলের লোকেরা গাজনের অনেক আগে থেকে মৃত শিশু বা সদ্যোমৃতের অক্ষত মুন্ড বা সৎকার হয়নি এমন নরকপাল সংগ্রহ করে । এই সংগ্রহের জন্য তাদেরকে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয় । মৃত শিশুর পেট কেটে অন্ত্রাদি বাদ দিয়ে নানাবিধ ওষধি মিশ্রিত তেল মাখিয়ে সেটিকে জারিত করে রাখা হয় । তাকে নিয়মিত যত্ন করে কাজল পরানো হয় ও ধূপের ধোঁয়া মাখানো হয় । সদ্যোমৃতের অক্ষত মুন্ডকেও একই পদ্ধতিতে বুলানের দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত করা হয় । নরকপালকে তেল সিদূর মাখিয়ে গ্রামের বাইরে কোন শ্যাওড়া বা বট গাছের মাথায় রেখে দেওয়া হয় । কাঁচা ছেলে (সদ্যোমৃত শিশু) বা কাঁচা মাথা (সদ্যোমৃতের মুন্ড) নিয়ে যে দল নাচাতে পারবে 'পয়' কৃতিত্ব ও খ্যাতি তাদেরই বেশী । কাঁচা ছেলে সংগ্রহের জন্য ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতা নিজের শিশুপুত্রকে হত্যা করেছে এমন ঘটনার কথাও শুনেছি বিরহিমপুর গ্রামে । ২৭শে চৈত্রের দুপুরে গাজনের সন্ন্যাসী বা ভক্তবৃন্দ ঢাকের বাজনার সাথে গান গেয়ে, ধূপ ধুনা, ফুল গঙ্গাজল ইত্যাদি দিয়ে গাছে রাখা সেই মৃতকে 'জাগাবে' । গানের সুরে ও ভাষায় বিলাপে করুণতা মাখানো । সেই নাম গোত্রহীন মৃতকে উদ্দেশ্য করে সমস্ত অঞ্চলের সব গাজনে একই গান (ভাষার তারতম্য সামান্য) গায় । নমুনা হিসাবে দু'একটি ছত্র তুলে দিচ্ছি, ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণকে অবিকৃত রেখে :

(ও সাঁই রে) তু কেরে, তুকে কে আনলে ইখানে ।
তুর পিতা, মাতা, গুরু সবাই কানছে সিখানে ।।

* * * * * *

(ও সাঁই রে) তুর মা মলো, বাপ মলো মেলিন্দির ঐ বাঁকে ।
শেয়াল কুকুরে ছেঁড়া ছেঁড়ি করছে দেখগা তাকে ।।

* * * * * *

(ও সাঁই রে) কাল বাছা খেয়ে ছিল টুকুই ভরা মুড়ি ।
আজ বাছার মুন্ডু যেছে ধূলোয় গড়া গড়ি ।।

ব্যক্তির শোককে সমাজের শোকে পরিণত করে, তাকে অনন্তে মিশিয়ে দেবার এই পদ্ধতি ও উৎসব তুলনাহীন ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

২৭শে চৈত্রের রাতে হবে 'খেজুর ভাঙ্গা' । ঢাকের বাজনা সহ একটি খেজুর গাছের কাছে গিয়ে সেখান থেকে এক ছড়া খেজুর ভেঙ্গে এনে তার ওপর মাটিতে গড়াগড়ি দেবে ।

তারপর বেরিয়ে যাবে পোড়ো বুলানের দল । বিচিত্র তাদের সাজ । মাথায় মৃতের মাথা (নারী) থেকে সংগৃহীত চুলে তৈরী পরচুলা । পরনে লাল ঘাঘরা, পায়ে ঘুঙুর, হাতে কিছু অস্ত্র আর মুখগুলো ভয়ঙ্কর ভাবে প্রেতিনীদের মত আঁকা অর্থাৎ মেক-আপ নেওয়া । কোন গাজনের আসরের বাইরে দল যেই পৌঁছবে অমনি সংশ্লিষ্ট গাজনের পক্ষ থেকে তাদেরকে ঢাকের বাজনা ও ধূপ ধুনা দিয়ে অভ্যর্থনা করে গাজনের আসরে এনে আসরের কেন্দ্রকে গঙ্গাজলে ও ধূপধুনায় পবিত্র করে দেওয়া হবে মৃত স্থাপনের জন্য । তারপর গাজনের কেন্দ্রে 'মৃত' বা নরকপাল ও অস্ত্রাদি রেখে তাকে ঘিরে দলের সবাই বিলাপের করুণ সুরে গাইবে পালা । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হরিশচন্দ্র ও শৈব্যার কাহিনী পালার আকারে গাওয়া হয় । সম্ভবতঃ শ্মশানে মৃত রোহিতাশ্বের পুনরুজ্জীবনের কাহিনী দলের সদস্যদের আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের (মৃতের পুনরুজ্জীবনের) সমগোত্রীয় হওয়াতেই এই পালার নির্বাচন ও জনপ্রিয়তা । এ ছাড়া মেঘনাদ বধ, শক্তিশেল (লক্ষ্মণের) ইত্যাদি পালাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । প্রতি ছত্র মূল গায়েন প্রথম গাওয়ার পর দলের সবাই সমবেত কণ্ঠে ঢাকের বাজনার তালে গাইবে । পালা শেষ হলে আরম্ভ হবে শ্মশান খেলা বা নাচ ।

শ্মশান খেলার নাচকে শকুনি-নৃত্য বলা যায় । পরিত্যক্ত মৃতদেহকে ঘিরে শকুনের দলের আবির্ভাব, তার দখল নিয়ে সংগ্রাম, অবশেষে মৃতদেহ বা মুন্ডকে দাঁতে করে ধরে বিজয়ী শকুনির প্রস্থান - এই তিন পর্বে নৃত্য সমাপ্ত । দৃশ্যটি প্রাচীন গুহাচিত্রের বাইসন শিকারের চিত্রটির কথা মনে করিয়ে দেয় । জীবন সংগ্রামের এত বীভৎস বাস্তব অথচ শিল্প সম্মত রূপায়ন খুব কমই দেখা যায় । এই শ্মশান খেলা তথা গাজনকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শৈব ধর্মের তথা আর্য সংস্কৃতি ও দেশজ 'অনার্য' সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় । উচ্চ বর্ণাভিমানীরা তথাকথিত অস্পৃশ্যদেরকে কয়েকটি দিনের জন্য নিজেদের অধিকারের অংশ দিতে বাধ্য হয়েছিল নিজেদের ধর্মের তথা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য । এই কনসেশনটা কিভাবে দেওয়া হয় সেটা দেখা যাক । গাজনের 'ভক্ত' বা 'সন্ন্যাসী'রা প্রায়ই 'নিম্ন' বর্ণের ও অন্ত্যজ শ্রেণীর হয়ে থাকেন । ভক্তবৃন্দ সংশ্লিষ্ট শিবমন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে উপবীত ধারণ করে ব্রাহ্মণের সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করেন কয়েকদিনের জন্য । সেই

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কয়েকটি দিন ভক্তরা তাঁদের নিজেদের সমাজ ও পরিবারের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যান। ঐ দিনগুলির মধ্যে কোন ভক্তের মা-বাবা বা আত্মীয় মারা গেলে তার অশৌচ ভক্তকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু কোন ভক্ত ঐ দিনগুলির মধ্যে মারা গেলে মৃতের অশৌচ সংশ্লিষ্ট গাজনের সমস্ত ভক্ত ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে পর্যন্ত পালন করতে হবে - কিন্তু মৃত ভক্তের মা-বাবা-পুত্র-কন্যাদির কোন অশৌচ নেই। ২৮শে চৈত্রের বিকালের মধ্যে সমস্ত মৃতদেহ ও নরমুন্ড ইত্যাদি গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসবে শ্মশান খেলার দল। গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটবে বেওয়ারিশ, দরিদ্র ঘরের অজ্ঞাতনামা মৃতদের। এর পরে হবে হোম। হোমের আগুনে গড়াগড়ি দিয়ে অগ্নিশুদ্ধ হবেন ভক্তরা কয়েকটি দিনের সংযম ও হবিষ্য গ্রহণের পর। লৌকিক বিশ্বাস এই যে হোমের অগ্নিশিখা যে দিকে যাবে সে দিকের ফসল ভাল হবে। হোমের পর দিন বিভিন্ন গ্রামের বাণলিঙ্গ শিবের মিছিল যাবে গঙ্গায়। সেখানে কদিন 'অনার্য' সেবায় অপবিত্র শিব গঙ্গাস্নানে 'পবিত্র' হবেন আবার। সন্ন্যাসী ভক্তরা গঙ্গাস্নান করে আবার নিজ নিজ পরিবারে ফিরে আসবেন। শিব আবার চলে যাবেন ব্রাহ্মণের অধিকারে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির গর্ভে শৈব ধর্মের এই আত্তীকরণ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

তার পরদিন বিকালে চড়কের ধূমের মধ্যে পুরনো বছরের বিদায় সম্বর্ধনা। চৈতালী ফসলের ডালা সাজিয়ে, মৃত বৎসরকে বিলাপের মধ্যে দিয়ে বিদায় দিয়ে, সারা গ্রীষ্ম ধরে আগামী ফসল তুলে বাঁচার সংগ্রামের প্রস্তুতিতে, পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্খায় উদ্বেল বুলান গান বাংলার আদিম সমাজ-চেতনার ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে আজো আর্য সভ্যতার সাথে তার স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করে, নিজের প্রাণের গতিতে। আবার এই বুলানকে গ্রাস করে তার এক নূতন রূপ দিয়েছে পরবর্তীকালের 'সভ্য'-রা - পরে তার কথা বলার ইচ্ছা থাকলো।

[গ্রামবাংলা (বিশেষ সাহিত্য সংকলন, কার্তিক, ১৩৮৩) পত্রিকার সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।